আউলিয়ায়ে কিরামের বরকত সমূহ

11 January 2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া-দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়, আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাছাড়াও তার জন্য দশটি নেকী লিখা হয়।

(মু'জামুল আওসাত, মিন ইসমুহু আহমদ, ১/৪৪৬, নম্বর-১৬৪২)

যিকর ও দুরূদ হার গড়ী ভিরদে যবাঁ রাহে, মেরী ফুযুল গোয়ী কি আ'দত নিকাল দো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُوا اللّٰه! ,تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ঐ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব যে, যাঁদের জন্য পাহাড় নিরাপত্তার দোয়া করে। আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি হিংস্র প্রাণীরাও বশ হয়ে যায়। আউলিয়ায়ে কিরামের নিকট থেকে পশুরাও বরকত অর্জন করে থাকে, গাছেরাও আউলিয়ায়ে কিরামের নৈকট্য অর্জন করে থাকে। শয়তান আউলিয়ায়ে কিরামের নিকটে যায় না। আউলিয়ায়ে কিরামগণ ধন ভান্ডারের দিকে দৃষ্টি উঠিয়েও দেখেনা। যে পাহাড়ের উপর আউলিয়ায়ে কিরামদের কদম পরে যায়, তা অন্যান্য পাহাড়ের প্রতি গর্ব করে থাকে। আউলিয়ায়ে কিরাম যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান, তখন দুনিয়াবাসী তাঁর বিরহে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। আউলিয়ায়ে কিরাম জান্নাতের প্রাসাদে থাকবে, আউলিয়ায়ে কিরাম জান্নাতের বাগানে ঘুরে বেড়াবে, আউলিয়ায়ে কিরাম জান্নাতের বালাখানায় থাকবে, আউলিয়ায়ে কিরাম জান্নাতের উন্নত বাহনে আরোহন করবে, আউলিয়ায়ে কিরাম জান্নাতে **আল্লাহ তায়ালার** সাথে কথা বলবে এবং **তাঁর** দীদার দ্বারা ধন্যও হবে। **(হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আজ আমরা আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর বরকত সমৃদ্ধ ঈমানোদ্দীপক ঘটনা ও কাহিনী শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ ওলীয়া হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর বরকত সমৃদ্ধ একটি কাহিনী শ্রবণ করার পূর্বে তাঁর পরিচয় জেনে নিই।

হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا কে ছিলেন?

"মাসিক ফয়যানে মদীনা" এর ৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا ইবাদতকারীনী, নেককার এবং খোদাভীতি সমৃদ্ধ মহিলা ছিলেন, দিনে রোযা রাখতেন এবং কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করতেন। তাঁর সামনে কেউ জাহান্নামের আলোচনা করলে তখন তিনি খোদাভীতির কারণে বেহুশ হয়ে যেতেন। (জান্নাতি যেবর, ৫৪১ পৃষ্ঠা) তিনি খালি পায়ে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্ব করেছেন, কাবা শরীফে পৌঁছতেই (ভয়ের কারণে) বেহুশ হয়ে পরে যান। (আর রউযুল ফায়িক, ৬০ পৃষ্ঠা) তিনি অধিকহারে ইবাদত ও রিয়াযাত করতেন, ঘুমের প্রাদুর্ভাব হলে, তখন তিনি ঘরের মধ্যে হাটাহাটি করা শুরু করতেন এবং নিজেকেই বলতেন: রাবেয়া! এটাও কি ঘুম, এটাতে এমন কি স্বাদ? ছাড়ো একে এবং কবরে আরাম করে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘুমিও, আজ তো তোমার বেশী ঘুম আসেনি কিন্তু আগামীকাল বেশী আসবে, হিম্মত করো এবং নিজের **রব তায়ালাকে** সন্তুষ্ট করে নাও। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا ৫০ বছর (পঞ্চাশ বছর) এভাবেই অতিবাহিত করে দিয়েছেন যে, না কখনো বিছানায় সোজা হয়েছেন, না কখনো বালিশে মাথা রেখেছেন, এমনকি এভাবেই তিনি ইন্তিকাল করেন। (হিকায়াতুস সালেহীন, ৪০ পৃষ্ঠা)(মাসিক ফয়যানে মদীনা, আগষ্ট ২০১৭ইং, ৩৯ পৃষ্ঠা) তাঁর সদকায় আমাদেরও ইবাদতের আগ্রহ নসীব করুন। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

চোর ওলী হয়ে গেলো

বর্ণিত রয়েছে যে, একজন চোর রাতে হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর ঘরে প্রবেশ করলো, সে ডানে বামে চারিদিকে ঘুরে পুরো ঘর তল্লাশি নিলো, কিন্তু একটি বদনা ছাড়া কোন কিছুই পায়নি। যখন সে বের হওয়ার জন্য উদ্ধত হলো, তখন রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا বললেন: যদি তুমি চালাক এবং সাবধানী চোর হয়ে থাকো তবে কোন কিছু নেওয়া ছাড়া যাবে না। সে বললো:

www.dawateislami.net

আমি তো কিছুই পাইনি। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا বললেন: হে গরীব ব্যক্তি! এই বদনা দ্বারা ওযু করে ঘরে প্রবেশ করো এবং দুই রাকাত নামায আদায় করো, এখান থেকে কিছু না কিছু তো নিয়ে যাও। সে তাঁর বলাতে ওযু করলো এবং যখন নামাযের জন্য দাড়াঁলো তখন হযরদ সায়্যিদাতুনা রাবেয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا এভাবে দোয়া করলেন: হে আমার **আক্বা ও মওলা** عَزَّوَجَلَّ! এই ব্যক্তি আমার নিকট এসেছে কিন্তু সে কিছুই পাইনি, এখন আমি তাকে তোমার দরবারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তাকে তোমার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করোনা। যখন সে নামায থেকে অবসর হলো তখন তার ইবাদতের স্বাদ অনুভূত হলো, সুতরাং রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত সে ইবাদতে লিপ্ত রইলো। যখন সেহেরীর সময় হলো তখন রাবেয়া বসরীয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا তাকে সিজদাবস্থায় নিজের নফসকে ধমকাতে এবং এরূপ বলতে শুনলেন যে, আমার **রব তায়ালা** আমাকে জিজ্ঞাসা করবে: তোমার কি লজ্জা হয় না যে, তুমি আমার নাফরমানী করতে ছিলে? আমার সৃষ্টি হতে গুনাহ গোপন করতে ছিলে এবং এখন গুনাহের বোঝা নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হয়েছো? যখন **তিনি** আমার প্রতি রাগান্বিত হবেন এবং **তাঁর** রহমতের দরবার থেকে দূরে ঠেলে দিবেন, তখন আমি কি উত্তর দিবো? রাবেয়া বসরীয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে ভাই! রাত কিভাবে অতিবাহিত হলো? বললো: ভালোভাবে অতিবাহিত হয়েছে, বিনয় ও নম্রভাবে আমি আমার **রাব্বে করীমে**র দরবারে দাড়িঁয়ে ছিলাম, তখন **তিনি** আমার বক্রতাকে সঠিক করে দিলেন, আমার অযুহাত গ্রহণ করলেন, আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন এবং আমার উদ্দেশ্য পর্যন্ত আমাকে পৌঁছিয়ে দিলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তির চেহারার মলিনতা ও ক্লেশ দূরীভুত হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরীয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا নিজের হাত আকাশের দিকে প্রসারিত করে আরয করলেন: হে আমার **আক্বা ও মওলা**! এই ব্যক্তি তোমার দরবারে এক মুহুর্ত দাড়িঁয়ে ছিলো, তুমি তাকে কবুল করে নিলে এবং আমি কতকাল ধরে তোমার দরবারে দাড়িঁয়ে আছি, তুমি কি আমাকে কবুল করেছো? হঠাৎ তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا অন্তরের কানে এরূপ আওয়াজ শুনলেন: হে রাবেয়া বসরী! আমি তাকে তোমার করণেই কবুল করেছি এবং তোমারই কারণে আমার নৈকট্য দিয়েছি। **(আর রওযুল ফায়েক, ১৫৯ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

মুহাব্বত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী
না পাওঁ মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী
রাহোঁ মাস্ত ও বেহুদ মে তেরী বিলা মে
পিলা জা'মে এ্যয়সা পিলা ইয়া ইলাহী
মেরে দিল সে দুনিয়া কি চা'হত মিটা কর
কর উলফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! শুনলেন তো আপনারা যে, আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام নৈকট্যের কিরূপ বরকত যে, তাঁদের দরবারে আগমনকারীদের কখনো খালি হাতে ফিরানো হয় না, বরং তাদের খালি থলে অমূল্য রত্ন দ্বারা ভরে দেয়া হয় এবং অনেক বরকত অর্জিত হয়, এমনকি যদি কোন চোরও তাঁদের দরবারে এসে যায় এবং তাঁদের অমূল্য সহচর্য পাওয়াতে সফল হয়ে যায় তবে সেই চোর আর চোর থাকে না বরং **রাব্বে করীম** সেই গুনাহগার ও বদকারকেও এই মকবুল বান্দাদের বিলায়তের দৃষ্টি, অন্তরের গভীর থেকে বের হওয়া প্রভবময় দোয়া এবং পবিত্র সহচর্যের বরকতে তাদের মরিচা ধরা বাতিনকে পরিস্কার করে তাকে গুনাহের প্রতি লজ্জিত, নামায, খোদাভীরুতা ও পরহেযগারীতা, সত্যিকার তাওবা এবং নেকীর তৌফিক, আখিরাতের চিন্তার মতো মহান নেয়ামত দ্বারা ধন্য করে ক্ষমা ও মাগফিরাতের সনদ প্রদান করে দেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও আদব সহকারে তাঁদের নিকট দুনিয়াবী উদ্দেশ্য উপকারীতা অর্জনের পরিবর্তে ঈমানের নিরাপত্তা, **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জন, মক্কা ও মদীনার যিয়ারত, নেক কাজে দৃঢ়তা অর্জন, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তৌফিক এবং বিনা হিসাবে ক্ষমার দোয়া করানো, কেননা আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام অবস্থান এবং তাঁদের সহচর্য সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ, তাঁদের দোয়ায় অনেক প্রভাব হয়ে থাকে এবং তাঁদের সদকায় বিপদাপদকে দূর করে দেয় আর রহমতের অবিরাম বর্ষন হতে থাকে।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত রচনা **"ফয়যানে সুন্নাত"** এ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবূ দারদা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: নিশ্চয় আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام জমিনের ভিত্তি ছিলেন। যখন নবুয়তের ধারাবাহিকতা শেষ হয়, তখন **আল্লাহ তায়ালা** উম্মতে মুহাম্মদী থেকে এক

www.dawateislami.net

সম্প্রদায়কে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করলেন, যাঁদেরকে আবদাল বলা হয়। তাঁরা (শুধুমাত্র) রোযা ও নামায, তাসবীহ ও তাকদীসে আধিক্যের কারণে মানুষের মধ্যে উত্তম হননি বরং নিজেদের উত্তম চরিত্র, পরহেযগারী ও তাকওয়ার সত্যতা, ভাল নিয়্যত, সকল মুসলমানের চেয়ে নিজের বুকের নিরাপত্তা, **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা, ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা, দূর্বলতা ব্যতীত বিনয় ও সকল মুসলমানদের কল্যাণকামী হওয়ার কারণে উত্তম হয়ে থাকেন। সুতরাং তাঁরা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর স্থলাভিষিক্ত। তাঁরা এমন সম্প্রদায়, তাঁদেরকে **আল্লাহ তায়ালা** নিজের পবিত্র সত্ত্বার জন্য মনোনীত, নিজের জ্ঞান ও সন্তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। তারা ৪০ জন সিদ্দীক রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৩০ জন **আল্লাহ তায়ালা**র খলীল হযরত সায়্যিদুনা **ইব্রাহীম** عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বিশ্বাসের মত। তাঁদের ওসীলায় পৃথিবীবাসীর উপর থেকে বিপদাপদ ও মুসিবত দূরীভূত হয়, তাঁদের ওসীলাতেই বৃষ্টি হয় ও রিযিক প্রদান করা হয়, তাঁদের মধ্য থেকে কেউ তখনই ইন্তিকাল করেন, যখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য **আল্লাহ তায়ালা** কাউকে আদেশ দিয়ে দেন, তাঁরা কাউকে অভিশাপ দেন না। তাঁরা নিজের অধীনস্তদেরকে কষ্ট দেননা, তাঁদের উপর হাত উঠান না, কাউকে নিকৃষ্ট মনে করেন না, নিজের উপর মর্যাদাবানদেরকে হিংসা করেন না, দুনিয়ার লোভ করেন না, অহংকার করেন না এবং লোক দেখানো বিনয়ও করেন না। তাঁরা কথা বলার মধ্যে সকল মানুষের চেয়ে উত্তম ও নফসের দিক দিয়ে অধিক পরহেযগার, দানশীলতা তাঁদের সত্ত্বায় অন্তর্ভূক্ত। পূর্ববর্তী বুযুর্গরা যেসব (অপ্রয়োজনীয়) বিষয়াবলী ত্যাগ করেছেন, সেসব থেকে নিরাপদ থাকা তাঁদের একটি গুণ। এগুণটি তাঁদের থেকে পৃথক হয় না, আজকে আশংকা অবস্থায় ও কালকে উদাসীনতায় পতিত হননা বরং তাঁরা আপন অবস্থায় সার্বক্ষণিকভাবে অটল থাকেন। তাঁরা নিজের ও নিজ **প্রতিপালক** এর মধ্যে এক ধরণের বিশেষ সম্পর্ক রাখেন। তাঁদেরকে ধুলোঝড় ও সাহসী ঘোড়া অতিক্রম করতে পারে না। তাঁদের অন্তর **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি ও ভালবাসায় আসমানের দিকে উঠে যায়। অতঃপর (২৮ নং পারার সূরাতুল মুজাদেলার) ২২ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

www.dawateislami.net

اُولٰٓىِٕكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۲۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এটা **আল্লাহর** দল। শুনছো **আল্লাহরই** দল সফলকাম।

(নওয়াদিরুল উসুল, আল উসুলুল হাদী ওয়াল হামসুন, ১/২০৯, হাদীস নং-৩০১) (ফয়যানে সুন্নাত, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

আশিকে আউলিয়া ও আশিকে গউস ও রযা, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"ওয়াসায়িলে বখশীশ"** এ লিখেন:

মুঝ কো আল্লাহ সে মুহাব্বাত হে — ইয়ে উসি কি আতা ও রহমত হে
জিস কো সরকার সে মুহাব্বাত হে — ইস কি বখশীশ কি ইয়ে যামানত হে
আ'ল ও আসহাব সে মুহাব্বাত হে — অউর সব আউলিয়া সে উলফত হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরামরা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن দুনিয়াবী মাল ও মর্যাদা এবং প্রসিদ্ধির প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, আউলিয়ায়ে কিরামরা হচ্ছেন **আল্লাহ তায়ালা**র নেয়ামত, আউলিয়ায়ে কিরামরা হচ্ছেন **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত, আউলিয়ায়ে কিরামরা আরাম আয়েশের জীবন যাপন করার পরিবর্তে সর্বদা সাদাসিধে জীবন যাপন করেন, আউলিয়ায়ে কিরামরা শরিয়তের অনুসারী হয়ে থাকেন, আউলিয়ায়ে কিরামরা বাতিনকে পরিস্কার করে থাকেন, আউলিয়ায়ে কিরামরা **আল্লাহ তায়ালা**র বান্দারদের **আল্লাহ তায়ালা**র সাথে মিলিয়ে দেন এবং তাদেরকেও **আল্লাহ তায়ালা**র প্রিয় বানিয়ে দেন, আউলিয়ায়ে কিরামদের সহচর্যে বসাতে দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত হয়ে যায় এবং অসংখ্য কল্যাণ নসীব হয়, আউলিয়ায়ে কিরামরা **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া আর কাউকে ভয় করেন না, আউলিয়ায়ে কিরামরা পরহেযগার ও খোদাভীরু হওয়ার পরও জাহান্নামের ভয়ে কম্পিত থাকেন, আউলিয়ায়ে কিরামরা রাতদিন **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদতে লিপ্ত থাকেন, আউলিয়ায়ে কিরামরা সৃষ্টির চাহিদা পূরণ করে থাকেন, আউলিয়ায়ে কিরামদের **আল্লাহ তায়ালা**র দানক্রমে অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জিত হয়, আউলিয়ায়ে কিরামরা অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকেন, এমনকি আউলিয়ায়ে কিরামরা দুনিয়াতেই জান্নাতী মহলের

www.dawateislami.net

অধিকারী বানিয়ে দেন। আসুন! প্রসিদ্ধ মাজযুব এবং মহান ওলী হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর একটি ঈমান সতেজকারী কারামত সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং নিজের অন্তরে আউলিয়ায়ে কিরামের ভালবাসা বৃদ্ধি করি।

জান্নাতী মহলের নিশ্চয়তা

খলিফা হারুনুর রশিদের সহধর্মিনী যুবাইদা খাতুন একজর নেককার এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن প্রতি খুবই ভক্তি ও ভালবাসা পোষণকারীনী মহিলা ছিলেন, একবার তিনি বাঁদীদের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন, সফরাবস্থায় এক স্থানে তিনি দেখলেন যে, সুলতানুল আশেকিন হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পাথরের টুকরো কুড়িয়ে কিছু বানাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর বাহন থেকে নামলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে আদব সহকারে দাঁড়ালেন, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর দিকে একেবারেই মনযোগ দিলেন না। যুবাইদা খাতুন সাহস করে জিজ্ঞাসা করলেন: হুযুর! কি বানাচ্ছেন? বললেন: জান্নাতী মহল বানাচ্ছি। যুবাইদা খাতুন আবারো প্রশ্ন করলেন: এই জান্নাতি মহল কি আমার নিকট বিক্রি করবেন? বললেন: অবশ্যই বিক্রি করবো! এই উত্তরে যুবাইদা খাতুনের মন দূলে উঠলো, তাই আশাপ্রদ কণ্ঠে আবারো প্রশ্ন করলেন: কত দামে? উত্তর দিলেন: এক দিরহামে। উত্তর শুনেই যুবাইদা খাতুন দ্রুত মূল্য আদায় করে দিলেন। মূল্য আদায় হওয়ার পর হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি কাটি নিলেন এবং একটি মাটির তৈরী ছোট ঘরের চারপাশে দাগ দিয়ে বললেন: **"আমি জান্নাতের এই মহলটি এক দিরহামের পরিবর্তে যুবাইদা খাতুনের নিকট বিক্রি করে দিলাম"**, একথা শুনেই যুবাইদা খাতুন এই বিশ্বাসে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন যে, জীবিতাবস্থায়ই জান্নাতের নিশ্চয়তা পেয়ে গেলাম, সুতরাং এই সুসংবাদ পেয়ে যুবাইদা খাতুন শাহী মহলের দিকে রওয়ারা হয়ে গেলেন। রাতের শেষ প্রহর ছিলো, এখনি তিনি তাহাজ্জুদের নামায ও মুনাজাত হতে অবসর হয়ে শুলেন, হঠাৎ হারুনুর রশিদ এলেন এবং যুবাইদা খাতুনকে বলতে লাগলেন: আজ যখন আমি তাহাজ্জুদের নামায পরে শুলাম, তখন আমার চোখ লেগে গেলো, দেখলাম যে, আমি একটি বাগানে ভ্রমন করছি, আমার জিজ্ঞাসা করাতে কেউ বললো

www.dawateislami.net

যে, এটি **"জান্নাতুল ফিরদাউস"**। আমি সেখানে একটি সুউচ্চ দরজায় সবুজ রং দ্বারা যুবাইদা খাতুন লেখা দেখলাম, আমি এই আশায় সেখানে প্রবেশ করলাম যে, হয়তো আমার নামও লেখা আছে, আমি কয়েক মাইল হাঁটলাম কিন্তু সবখানে তোমার নামই লেখা পেলাম। হারুনুর রশিদ যুবাইদা খাতুনকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তখন যুবাইদা খাতুন তাঁকে গতকাল সন্ধ্যায় সংগঠিত ঘটনাটি শুনালেন। হারুনুর রশিদ বললেন: আমাকেও হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট নিয়ে চলো, সুতরাং যুবাইদা খাতুন তাঁকেও হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে নিয়ে গেলেন।

হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পূর্বের ন্যায় এখনো একটি স্থানে মাটির ঘর বানাতে লিপ্ত ছিলেন। হারুনুর রশিদ হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হলেন, আদব সহকারে সালাম করলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে জান্নাতী মহলের দাম জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: এর দাম তোমার পুরো সম্রাজ্য। হারুনুর রশিদ আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: হুযুর! জান্নাতী মহলের মূল্য হঠাৎ এতো বেড়ে গেলো কেন, অথচ আমার স্ত্রীকে তো আপনি এক দিরহামে বিক্রি করেছিলেন? হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে বললেন: **যুবাইদা খাতুন জান্নাত দেখে আসেনি, আর তুমি তো জান্নাতের দৃশ্য দেখে এসেছো**। একথা শুনে হারুনুর রশিদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেলো, আরয করলেন: হুযুর! সম্রাজ্য দিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে প্রস্তুত আছি! ব্যস জান্নাতের নিশ্চয়তা প্রদান করে দিন! হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আমি তোমার সম্রাজ্য দিয়ে কি করবো, সম্রাজ্যের জন্য তো আমার টুকড়িতেও জায়গা নেই, যাও! নিজের সম্রাজ্যও নিয়ে যাও এবং জান্নাতের নিশ্চয়তাও নিয়ে যাও।

(যুলফ ও যনজির, ২৫১-২৬০ পৃষ্ঠা)

তখতে সিকান্দরী পর ওহ থুকতে নেহী হে বিসতর লাগা হুয়া হে জিন কা তেরী গলি মে

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! শুনলেন তো আপনারা যে, হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বিলায়তের মর্যাদা **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কিরূপ উচ্চ ছিলো! তিনি চাইলে অসংখ্য পরিমান ধন ভান্ডার জমা করতে পারতেন এবং আরাম

www.dawateislami.net

আয়েশের জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন, কিন্তু উৎসর্গীত হয়ে যান যে, ক্ষমতা থাকা সত্বেও তিনি তাঁর জন্য কিছুই রাখেননি, তবে যাকে চান তাকে দয়াময় **আল্লাহ তায়ালার** জান্নাতে বিদ্যমান আলিশান জান্নাতী অট্টালিকা সমূহ হতে জান্নাতী অট্টালিকা দান করে দিতেন। বর্ণনাকৃত এই ঘটনাটি দ্বারা এটাও জানা গেলো যে, **আল্লাহর** ওলীদের **আল্লাহ তায়ালার** দানক্রমে অদৃশ্যের জ্ঞান থাকে, সুতরাং হারুনুর রশিদ যখন হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে জান্নাতী মহলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ জানতে চাইলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা বেহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁকে অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে বললেন যে, **"যুবাইদা খাতুন জান্নাত দেখে আসেনি, আর তুমি তো জান্নাতের দৃশ্য দেখে এসেছে।"** এই ঘটনায় একটি মাদানী ফুল এটাও ছিলো যে, ওলী হওয়ার জন্য প্রচার ও প্রসার, সুন্দর পোষাক এবং ভক্তদের লম্বা লাইন থাকা আবশ্যক নয়, যাদ্বারা তাঁর বিলায়তের পরিচয় এবং প্রসিদ্ধি হবে বরং সাধারণ বান্দাদের মধ্যেও ওলী **আল্লাহ** হতে পারে, সুতরাং আমাদের সকল নেক বান্দাদের আদব ও সম্মান করা উচিৎ, কেননা জানিনা কে গোপন **আল্লাহর** ওলী।

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জান্নাতবাসীরা হলো ধুলো ময়লা, অগোছালো চুল এবং পুরোনো ফাঁটা পোষাক পরিহিতরা, যাদের কোন গুরুত্ব দেয়া হয়না। তারা হলো সেই লোক, যদি বাদশাহের নিকট যেতে চায় তবে তারা অনুমতি পায় না, মহিলাদের বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে তারা তা গ্রহন করে না, যখন কথা বলে তখন তাদের কথা শুনা হয় না, তাদের প্রয়োজনীয়তা তাদেরই অন্তরে ঘুরপাক খায়, তারা এমন জান্নাতী যে, কিয়ামতের দিন তাদের একজনের নূরই সকল মানুষের মাঝে বন্টন করা হলে তবে সকলেরই পূর্ন হয়ে যাবে। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যুহুদ ওয়া কসরিল আমল, ৭/৩৩২, হাদীস নং-১০৪৮৬) অপর এক স্থানে ইরশাদ হচ্ছে: অনেক অগোছালো চুল সমৃদ্ধ, দরজা থেকে বের করে দেয়ারা, যদি **আল্লাহ তায়ালার** শপথ করে নেয়, তবে তারা তা পূরন করে দেয়।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু ফযলিদ দাআফায়া, ১০৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬২২)

মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (হাদীসে পাকের এই অংশ **"অনেক অগোছালো চুল সমৃদ্ধ, দরজা থেকে বের করে দেয়ারা"** এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে)

www.dawateislami.net

বলেন: এই মহান বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তাঁরা যখন দুনিয়াদারদের দরজায় যায় (এবং) সেখান থেকে বিতাড়িত হয়, তাঁরা তো **রব তায়ালা**র দরজা ছাড়া আর কারো দরজায় যায় না, বরং এর উদ্দেশ্য হলো যে, তাঁদের সম্পর্কে দুনিয়া উদাসীন, যদি তাঁরা কারো নিকট যায়, তবে তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করেনা, **রব তায়ালা** তাঁদের দুনিয়াবাসীদের থেকে এমনভাবে গোপন করে রেখেছেন, যেমনটি লাল রঙের হীরাকে পাহাড়ের মধ্যে, মুক্তাকে সাগরের মধ্যে, যেনো লোকেরা তাঁদের সময় নষ্ট না করে। (হাদীসে পাকের এই অংশ **"যদি আল্লাহ তায়ালার শপথ করে নেয়, তবে তারা তা পূরন করে দেয়।"**) এর দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে: প্রথমটি হলো যে, সেই বান্দা যদি **আল্লাহ তায়ালা**র শপথ করে কোন কিছু চায় যে, ইয়া **আল্লাহ**! তোমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! এরূপ করে দাও! তবে **রব তায়ালা** অবশ্যই করে দেন। এটা হলো বান্দার জিদ তাঁর **রবে**র প্রতি। অপরটি হলো যে, যদি সেই বান্দা **আল্লাহ তায়ালা**র কাজের প্রতি শপথ করে মানুষদের কোন সংবাদ দিয়ে দেয়, তখন তাঁর শপথ পূরণ করে দেয়, যেমন তাঁরা বললো যে, **আল্লাহ**র শপথ! তোমার পুত্র সন্তান হবে বা **রব তায়ালা**র শপথ! আজ বৃষ্টি হবে তখন **রব তায়ালা** তাঁদের কথাকে সত্যি করার জন্য তা করে দেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৫৮)**

বিকরে বাল, আ'যুরদা সুরত হোতে হে কুছ আহলে মুহাব্বত
বদর মগর ইয়ে শান হে, উন কি বাত না টালে রাব্বুল ইযযত
(হিকায়তেঁ অউর নসিহতেঁ, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

"আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাঁতে" কিতাব ও "গোসলের পদ্ধতি" রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن শান ও মহত্ব সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার পাঁচ খন্ড সম্বলিত **"আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ"** কিতাবটি অধ্যয়ন করা অতিশয় উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে অনেক আউলিয়া কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কারামত, তাঁদের বাণী, শরয়ী বিধানাবলীর অনুসরন এবং তাদের উত্তম গুণাবলী সমূহ বিশদভাবে এবং সুন্দর পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আউলিয়া কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام একটি গুণাবলী এটাও যে, এই ব্যক্তিত্বরা পবিত্রতাকে অনেক বেশী পছন্দ করতেন, পবিত্রতার গুরুত্বকে প্রস্ফুটিত

www.dawateislami.net

করতে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه গোসলের মাসআলা সম্বলিত খুবই মনমুগ্ধকর এবং জ্ঞান সম্পন্ন একটি রিসালা **"গোসলের পদ্ধতি"** নামে রচনা করেছেন। যাতে গোসলের পদ্ধতি, গোসলের ফরযসমূহ, মহিলাদের জন্য ছয়টি সতর্কতা, গোসল ফরয হওয়ার পাঁচটি কারণ, ফোয়ারায় গোসলের সতর্কতা, তায়াম্মুমের বর্ণনা, তায়াম্মুমের পদ্ধতি এবং আরো অনেক গুরুত্বপূর্ন মাসআলা এই রিসালায় বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং নিজেও এই কিতাব ও রিসালা পড়ুন এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই রিসালা ও কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বরকত এবং তাঁদের কারামতের অধ্যায়টি অনেক বড়, সৌভাগ্যবান মুসলমানরা তো এই বাস্তবতাটি স্বীকার করে নেন যে, এই ব্যক্তিত্বদের বরকত ও কারামত সত্য, কিন্তু কিছু মূর্খ লোক আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বরকত ও কারামতকে স্বীকার করতে রাজি নয় এবং শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে যায়, এমন মানুষরা তাদের এই ঘৃণ্য বিশ্বাসের প্রতি ততক্ষন পর্যন্ত অটল থাকে, যতক্ষন তারা নিজের চোখে তাঁদের বরকত ও কারামতের দৃশ্য না দেখে, এরপরও কিছু লোক আউলিয়াদের শান বুঝা থেকে বঞ্চিত থাকে, এভাবে তারা নিজেদের জেদের কারণে নিজেকে আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ফয়য ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে নেয়। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কিরূপ মনমুগ্ধকর পদ্ধতিতে তাদের সংশোধন করতেন, আসুন! এর একটি ঈমান সতেজকারী ঝলক প্রত্যক্ষ করি।

কারামতের অস্বীকারকারীরাও মেনে নিলো

হযরত সায়্যিদুনা জাবির রাহবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন যে, রাহাবা শহরের অধিকাংশ লোকেরা আউলিয়ায়ে কিরামের কারামতকে অস্বীকার করতো। একদিন আমি একটি হিংস্র প্রাণীর উপর আরোহন করে রাহাবায় প্রবেশ করলাম এবং

www.dawateislami.net

জিজ্ঞাসা করলাম: কোথায় তারা, যারা আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কারামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এরপর থেকে তারা আমার সম্পর্কে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকতো। (আর রওযুল ফায়েক, ১০৩ পৃষ্ঠা)

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বে আদবোঁ সে অউর মুঝ সে ভি সরযদ না কভী বে আদবী হো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বরকত এবং কারামতের বর্ণনা কোরআনে করীমেও বিদ্যমান, যেমনটি

অসময়ে ফল

হযরত (সায়্যিদুনা) যাকারিয়া عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে **আল্লাহ তায়ালা** নবুয়তের মর্যাদা দ্বারা ধন্য করেছেন কিন্তু তাঁর কোন সন্তান ছিলো না এবং তিনি عَلَيْهِ السَّلَام একেবারে দূর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকদিন ধরে তাঁর মনে সন্তানের আশা ছিলো এবং অনেকবার তিনি عَلَيْهِ السَّلَام কেঁদে কেঁদে **আল্লাহ তায়ালার** নিকট সন্তানের জন্য দোয়াও করেছেন, কিন্তু **আল্লাহ তায়ালার** অমুখাপেক্ষীতার শান এমন ছিলো যে, তারপরও তখনো কোন সন্তান হলো না। যখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর মেহরাবে এই কারামত দেখলেন যে, সেই জায়গায় অসময়ে ফল আসতো, তখন তাঁর মনে এই খেয়াল এলো যে, আমার বয়স তো এতোই বেশী হয়ে গেছে যে, সন্তানের ফলের মৌসুমও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে **আল্লাহ তায়ালা** হযরত মরিয়ম (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا) এর মেহরাবে অসময়ে ফল দান করেন, **তিনি** তো সক্ষম যে, আমাকেও অসময়ে সন্তনের ফল দান করার, সুতরাং তিনি (عَلَيْهِ السَّلَام) মরিয়মের মেহরাবে দোয়া করলেন, তাঁর দোয়া কবুল হয়ে গেলো এবং **আল্লাহ তায়ালা** বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সন্তান দান করলেন, যাঁর নাম স্বয়ং **আল্লাহ তায়ালা "ইয়াহইয়া"** রেখেছেন এবং **আল্লাহ তায়ালা** তাঁকে নবুয়তের মর্যাদাও দান করেছেন। (আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন, ৬৬ পৃষ্ঠা) এই ঘটনার বিষয়টি ৩য় পারার সূরা আলে ইমরানের ৩৭-৪১ নং আয়াতে বিদ্যমান।

www.dawateislami.net

আসহাবে কাহাফের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن কারামত

আসহাবে কাহাফরা (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن) নবী নয় বরং বনী ইসরাঈলের ওলী ছিলেন। তাঁদের কারামত এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, গুহায় তিনশত নয় (৩০৯) বছর ঘুমিয়ে ছিলেন। এতোদিন না খেয়ে ঘুমিয়ে থাকা এবং ধ্বংস না হওয়াটাই কারামত। (যেমনটি ১৫ তম পারার সূরা কাহাফের ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:)

وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ ۚ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ۚ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ

(পারা ১৫, সুরা কাহাফ, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আপনি তাদেরকে জাগ্রত মনে করবেন অথচ তারা নিদ্রিত; আর আমি তাদেরকে ডান-বাম পার্শ্বদ্বয় পরিবর্তন করাই এবং তাদের কুকুর আপন সম্মুখের পা দু'টি প্রসারিত করে আছে গুহাদ্বারে চৌকাঠের উপর।

এই আয়াতে আসহাবে কাহাফ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن) (যারা ছিলেন আউলিয়া), তাঁদের তিনটি কারামত বর্ণনা হয়েছে: (১) জাগ্রত হওয়ার ন্যায় এখনো ঘুমানো, (২) **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ হতে পার্শ্ব পরিবর্তন করানো, মাটি তাঁদের শরীরকে নষ্ট না করা এবং বিনা আহারে জীবিত থাকা, (৩) তাঁদের কুকরের এখনো শুয়ে থাকা, এটাও তাঁদেরই কারামত, কুকুরের নয়। (ইলমুল কোরআন, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ গণী! শানে ওলী! রাজে দিলোঁ পর দুনিয়া সে চলে জায়েঁ হুকুমত নেহী জাতি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বরকত সম্পর্কে কি আর বলবো! তারা ঐ মহান ব্যক্তিত্ব যে, যাঁদের কর্মপদ্ধতি একটি পরিস্কার পরিছন্ন আয়নার মতো হয়ে থাকে, যাঁরা **আল্লাহ তায়ালা**র সৃষ্টির হেদায়তের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন, যাঁদের অন্তরে উম্মতের সংশোধনের প্রেরণা ভরা থাকে, যাঁদের বয়ান, বাণী এবং রচনার বরকতে গুনাহগার লোকেরা কোরআন ও সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয় আর অমুসলিমরা ইসলামের দৌলত দ্বারা ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে পনেরশ শতাব্দির মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে**

www.dawateislami.net

ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ঐ মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর মাঝে বর্ণনাকৃত আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নিদর্শন সমূহ স্পষ্টভাবে বিদ্যমানয়। আসুন! আমরাও এই মহান ওলীয়ে কামিলের বরকতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবণ করি।

আমীরে আহলে সুন্নাতের ফয়যের বরকত সমূহ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ফরয এবং ওয়াজিব সমূহ আদায়ের পাশাপাশি সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহের প্রতিও আমল করে নেকীর দাওয়াতের এমন সাড়া জাগান যে লাখো মুসলমান বিশেষ করে যুবকদের গুনাহ থেকে তাওবার তৌফিক অর্জিত হয় এবং তারা তাওবা করে কোরআন ও সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয়ে যায়। যারা বেনামাযী ছিলো তারা নামাযী বরং মসজিদের ইমাম হয়ে যায়, কুদৃষ্টি প্রদানকারীরা দৃষ্টিকে নিচে রাখার সুন্নাতের প্রতি আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করে, ঝলমলে পোষাক পরিধানকারীনী ও গলায় ওড়না ঝুলিয়ে বিনোদন কেন্দ্রের শোভা বর্ধন কারীনীরা বেপর্দা থেকে এমনভাবে তাওবা করলো যে, মাদানী বোরকা তাদের পোষাকের অংশ হয়ে যায়, পিতামাতার প্রতি বেআদবী প্রদর্শনকারীরা আদব সম্পন্ন হয়ে যায়, যাদের আচরনের কারণে কখনো পুরো মহল্লা অতিষ্ট ছিলো, তারা পুরো এলাকার চোখের মনি হয়ে যায়, চুরি ও ডাকাতিতে অভ্যস্তরা অপরের সম্মান ও সম্ভ্রমের হিফাযতকারী হয়ে যায়, কোন গরীবকে দেখে অহঙ্কারে নাক চিটকানোকারীরা নম্রতার অনুসারী হয়ে যায়, সর্বদা হিংসার আগুনে জ্বলা লোকেরা অপরের উন্নতির জন্য দোয়া প্রার্থনাকারী হয়ে যায়, গান শুনায় অভ্যস্তরা সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং **মাদানী মুযাকারা** শ্রবণকারী হয়ে যায়, অশ্লিল বাক্যালাপকারীরা **নাতে মুস্তফা** পাঠকারী এবং ইশকে মুস্তফায় আন্দোলিত হয়ে যায়, ইউরোপীয় দেশের রঙিন স্বপ্নদ্রষ্টারা কাবাতুল্লাহ ও সবুজ গুম্বদের যিয়ারতের জন্য অস্তির হয়ে যায়, সম্পদের ভালবাসায় মগ্ন ব্যক্তিরা আখিরাতের ভাবনার মাদানী মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে যায়, মদ্যপায়ীরা **ইশকে মুস্তফা**র সূধা পানকারী হয়ে যায়, অহেতুকতায় সময় নষ্টকারীরা নিজের সময়কে ইবাদতে অতিবাহিতকারী হয়ে যায়, অশ্লিল পুস্তিকার সৌখিনরা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং মাকতাবাতুল

www.dawateislami.net

মদীনার কিতাব ও রিসালা এবং মাসিক ফয়যানে মদীনা পাঠকারী হয়ে যায়, বিনোদনের (Amusement) উদ্দেশ্যে ভ্রমনে অভ্যস্তরা আশিকানে রাসূলের সাথে **আল্লাহ তায়ালার** পথে সফরকারী হয়ে যায়, **"খাও দাও ফুর্তি করো"** এই শ্লোগানকে নিজের জীবনের মূল লক্ষ্য মনে করা ব্যক্তিরা এই মাদানী উদ্দেশ্যকে আপন করে নেয় যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই ফয়য শুধুমাত্র মুসলমানদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং অসংখ্য অমুসলিমেরও ইসলামের নূর নসীব হয়ে যায়। **(তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত (১ম পর্ব), ৮-১০ পৃষ্ঠা)**

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই ফয়যানকে কোন এক আশিকে রাসূল কতইনা ব্যাপক ও সুন্দরভাবে ছন্দাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন:

মাসলাক কা তু ইমাম হে ইলইয়াস কাদেরী
তাদবীর তেরী তা'ম হে ইলইয়াস কাদেরী
সুন্নাত কি খুশবোয়ুঁ সে যামানা মেহেক উঠা
ফয়যান তেরা আ'ম হে ইলইয়াস কাদেরী
সর পে আমামা মা'থে পে সিজদোঁ কা নূর হে
জু ভি তেরা গোলাম হে ইলইয়াস কাদেরী
হে দা'ওয়াতে ইসলামী কি দুনিয়া মে ধুম ধাম
মকবুল তেরা কা'ম হে ইলইয়াস কাদেরী

(মাহবুবে আত্তার কি ১২২ হিকায়াত, ২০৩ পৃষ্ঠা)

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কিরূপ মহান ওলী যে, যাঁর বরকতে এবং দ্বীনের খেদমতে সমাজে খুবই কম সময়ের মধ্যে আশ্চার্যজনক মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আসুন! আমরাও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়য দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য আউলিয়াদের ফয়যান দ্বারা মালামাল হওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহনকারী হয়ে যাই। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হলো **"মাদানী মুযাকারা"**।

❁ اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **"মাদানী মুযাকারা"** দেখতে ও শুনতে থাকার বরকতে শরীয়তের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার মানসিকতা নসীব হয়। ❁ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের সহচর্য নসীব হয়। ❁ **মাদানী মুযাকারা**র

www.dawateislami.net

বরকতে আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। ❁ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ❁ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব নসীব হয়। ❁ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র সাম্প্রতিক তথ্য (Updates) জানা যায়। ❁ **মাদানী মুযাকারা** ইলমে দ্বীনে উন্নতির উপায়। ❁ **মাদানী মুযাকারা** হচ্ছে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জীবনের হাজারো বরং অসংখ্য অভিজ্ঞতা থেকে মাদানী প্রশিক্ষণ অর্জনের উত্তম উপায়। ❁ **মাদানী মুযাকারা**য় দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি চারিত্রিক প্রশিক্ষণও হয়ে থাকে। ❁ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট করা বিভিন্ন প্রশ্নের চিত্তাকর্ষক উত্তরের আদলে ইলমে দ্বীন অর্জিত হয় এবং ইলমে দ্বীন শেখা ও শেখানোর উপকারীতার কথা কি আর বললো যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কেউ **আল্লাহ তায়ালা**র ফরয সম্পর্কে একটি বা দু'টি বিষয় বা চারটি কিংবা পাঁচটি বাক্য শেখায় এবং তা ভালভাবে মুখস্ত করে নেয় অতঃপর মানুষদের শেখায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল ইলম, ১/৫৪, হাদীস নং-২০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে অসংখ্য ইসলামী ভাই নিজের গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নিয়েছে। আসুন! আমরাও নিয়্যত করি যে, আমরাও প্রতি শনিবার **"মাদানী মুযাকারা"**য় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহন করাকে আবশ্যক করে নিবো এবং অপর ইসলামী ভাইদেরও **মাদানী মুযাকারা**য় অংশগ্রহন করার দাওয়াত দিবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর অসংখ্য বরকত অর্জিত হবে। সাপ্তাহিক **মাদানী মুযাকারা** ছাড়াও বিভিন্ন সময়েও **মাদানী মুযাকারা** হয়ে থাকে, যেমন; মুহাররামুল হারামের **১০দিন মাদানী মুযাকারা**, রবিউল আউয়ালের **১২দিন মাদানী মুযাকারা**, রবিউল আখিরের **১১দিন মাদানী মুযাকারা**, রমযান মাসে প্রতিদিন **দু'টি মাদানী মুযাকারা**, যিলহজ্ব মাসের **১০দিন মাদানী মুযাকারা** ইত্যাদি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই **মাদানী মুযাকারা**য়ও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহন করে দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য বরকত ও কল্যাণ অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **মাদানী মুযাকারা** দেখার একটি মাদানী বাহার শুনি এবং আন্দোলিত হই।

মাদানী মুযাকারাই শুধরে দিলো

ওয়াকেন্ট (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পক্ত হওয়ার পূর্বে অন্যান্য যুবকের ন্যায় অসংখ্য মন্দ স্বভাবে লিপ্ত ছিলো। সিনেমা-নাটক দেখা, খেলা-ধুলায় সময় নষ্ট করা তার প্রিয় শখ ছিলো। ঘরে মাদানী চ্যানেল চলার বরকতে তার **মাদানী মুযাকারা** দেখার সৌভাগ্য নসীব হলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **মাদানী মুযাকারা** দেখার বরকতে সেই ইসলামী ভাই নিজের পূর্ববর্তী গুনাহ থেকে তাওবা করে ফরয ও ওয়াজিবের উপর আমলকারী হয়ে গেলো, চেহারায় এক মুষ্টি দাঁড়ি মুবারক সাজিয়ে নিলো এবং মাদানী পোষাককে আপন করে নিলো, **আল্লাহ তায়ালা**র আরো দয়ায় তার পিতামাতা তাকে আনন্দচিত্তে **"ওয়াকফে মদীনা"** (অর্থাৎ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র পথে পেশ) করে দিলো।

গুনাহগারো আ'ও, সীয়াকারো আ'ও
পিলা কর মায়ে ইশক দেয়গা বানা ইয়ে
গুনাহোঁ কো দেয়গা ছুড়া মাদানী মাহোল
তুমহে আশিকে মুস্তফা মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত একজন সাধারণ মানুষ যতদিন দুনিয়ায় জীবিত থাকে, ততদিন সে অপরের উপকার করার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু উৎসর্গীত হয়ে যান আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام শান ও মহত্বের প্রতি, কেননা তাঁদের শান ও মহত্ব এতো উচ্চ ও উচ্চতর পর্যায়ের যে, যতদিন এই ব্যক্তিত্বরা নশ্বর দুনিয়ায় নিজেদের প্রকাশ্য হায়াতের সহিত থাকে, ততদিন তো নেককার ও গুনাহগার সবারই উপকার করে থাকে এবং চারিদিকে নিজের বরকত লুটাতে থাকে, অতঃপর যখন এই ব্যক্তিত্বরা তাঁদের মাযারে তাশরীফ নিয়ে যান তখন সেখানেও তাঁদের সত্বা এবং তাঁদের মাযার থেকে বরকত প্রকাশ হতে থাকে, এমনকি তাঁদের নৈকট্যের বরকতে কবরের আযাব দূর করে দেয়া হয়। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

www.dawateislami.net

গোলাপ ফুল বা অজগরের মুখ!

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত মিয়া (সিরাজুল আরেফিন হযরত সায়্যিদ আবুল হাসান আহমদ নূরী) সাহেব কিবলা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ কে বলতে শুনেছি: এক জায়গায় কোন একটি কবর খুলে গেলো এবং লাশ দেখা যাচ্ছিলো। দেখা গেলো যে, গোলাপের দু'টি ডাল তার শরীরের সাথে জড়িয়ে আছে এবং দু'টি গোলাপ ফুল তার নাকের ছিদ্রে রাখা আছে। তার আত্মীয়রা মনে করলো যে, এখানে পানির তোড়ে কবর খুলে গেছে, তাই আরেক জায়গায় কবর খনন করে সেখানে দাফন করা হলো, এবার দেখা গেলো যে, দু'টি অজগর সাপ তার শরীরের সাথে জড়িয়ে আছে এবং নিজেদের ফণা দ্বারা তার মুখ আঁচড়াচ্ছে, তারা আশ্চার্য হয়ে গেলো। কোন বুযুর্গকে এই ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন: সেখানেও অজগর সাপ ছিলো, কিন্তু একজন ওলী **আল্লাহ**র মাযারের নিকট ছিলো, এরই বরকতে সেই আযাব **"রহমতে"** পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো। সেই অজগর সাপটি ফুল গাছ হয়ে গিয়েছিলো এবং তার ফণা হয়ে গিয়েছিলো গোলাপ ফুল। এই মৃতের ভাল চাও তো ওখানে নিয়ে গিয়ে দাফন করো। সেখানে নিয়ে গিয়ে রাখা হলে আবারো সেই ফুলের গাছ এবং সেই গোলাপ ফুল দেখা গেলো। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ২৭০ পৃষ্ঠা)**

করম হো ওয়াসিতে কুল আউলিয়া কা, মেরা ঈমাঁ পে মাওলা খাতিমা হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

সম্মানিত কাগজের টুকরোর সংরক্ষণ মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নৈকট্য অর্জন হওয়া কিরূপ বরকতময় হয়ে থাকে যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর একজন ওলীয়ে কামিলের নৈকট্য পাওয়া গুনাহগার ব্যক্তির কবরের আযাব দূর করে তাঁর রহমত দ্বারা তার আযাবকে দয়ায় পরিবর্তন করে দিয়েছেন। যদি আমরাও আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নৈকট্য পেতে চাই তবে যেনো আমরা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকি। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৪টি বিভাগে নেকির

www.dawateislami.net

দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"সম্মানিত কাগজের টুকরো সংরক্ষণ মজলিশ"**। এই মজলিশের মূল উদ্দেশ্য হলো সম্মানিত কাগজের টুকরোগুলো সংরক্ষণ করা এবং মানুষদের এর অবজ্ঞা ও বে-আদবী থেকে বাঁচানো। এই মহান প্রেরণার অধীনে **সম্মানিত কাগজের টুকরো সংরক্ষণ মজলিশে**র ইসলামী ভাইয়েরা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্তদের (যেমন ওলামা, ইমাম, মসজিদ কমিটি, ব্যবসায়ী, দোকানদার ইত্যাদি) সহযোগীতায় বিভিন্ন স্থানে **সম্মানিত কাগজের টুকরো সংরক্ষনে**র জন্য বক্স বা বস্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন এবং মজলিশের পক্ষ থেকে দেয়া শরয়ী ও সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী সম্মানিত কাগজের টুকরোগুলো দাফন, ঠান্ডা বা সংরক্ষনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই মজলিশের অধীনে দেশ বিদেশে প্রায় ১৫০টিরও বেশী শহর ও মফস্বলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২৭০০০ (সাতাশ হাজার) বক্স লাগানো হয়েছে এবং এই পর্যন্ত সম্মানিত কাগজের টুকরোর প্রায় ২লক্ষেরও বেশী থলে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বে আদবুঁ সে
অওর মুঝ সে ভি সরযদ না কভী বে আদবী হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আজকের বয়ানে শুনলাম যে, ❁ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام দরবারে হাজিরী প্রদানকারীরা কখনো খালি হাতে ফিরে না। ❁ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ওসীলায় দুনিয়াবাসীদের থেকে বিপদাপদ এবং বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায়। ❁ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام দোয়ায় অনেক প্রভাব হয়ে থাকে। ❁ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام কারামত কোরআনে করীম থেকে প্রমাণিত। ❁ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বরকতে বৃষ্টি বর্ষন হয় এবং রিযিক দেয়া হয়। ❁ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام **আল্লাহ তায়ালা**র দানক্রমে অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জিত। ❁ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام নৈকট্যের বরকতে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ❁ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বয়ান, বাণী এবং রচনার বরকতে গুনাহগার ব্যক্তিরা কোরআন ও সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয় এবং অমুসলিমরা ইসলামের নূরে আলোকিত হয়। **আল্লাহ তায়ালা**

www.dawateislami.net

আমাদেরকে আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার এবং তাদের দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করোঁ দ্বীন কা হাম কাম করোঁ নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তেল লাগানো এবং চিরুনী করার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে **তেল লাগানো এবং চিরুনী করার সুন্নাত ও আদব** শ্রবণ করি: ❁ হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্রতম মাথায় অধিকহারে তেল ব্যবহার করতেন এবং দাঁড়ি মোবারক আচঁড়াতেন এবং অধিকাংশ সময় মাথায় কাপড় (অর্থাৎ সারবন্দ শরীফ) রাখতেন, যার ফলে ঐ কাপড় তৈলাক্ত হয়ে যেতো। (আশ্‌শমায়িলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩২) ❁ চুল এবং দাঁড়ি সাবান দিয়ে ধৌত করার যাদের অভ্যাস নেই তাদের চুল অধিকাংশ সময় দূর্গন্ধময় হয়ে যায়, যদিওবা তাদের নিজের নিকট দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না, কিন্তু অপরের নিকট অনুভুত হয়। মুখ, চুল, শরীর, পোশাক ইত্যাদি হতে যদি দুর্গন্ধ বের হয়, এমতাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। কেননা এ দ্বারা মানুষ এবং ফিরিশতাদের কষ্ট হয়। হ্যাঁ! যদি দুর্গন্ধ লুকায়িত থাকে, যেমন; বগলের দুর্গন্ধ, তাতে কোন অসুবিধা নেই। ❁ চুলে অধিকহারে তেল ব্যবহার করা বিশেষত (আহ্‌লে ইলম) জ্ঞানীদের জন্য অনেক উপকারী, কারণ এর ফলে মাথা শুষ্ক হয় না,

www.dawateislami.net

মস্তিস্ক ঠান্ডা এবং স্বরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। ❁ হাদীস শরীফে রয়েছে; بِسْمِ اللّٰه পাঠ করা ছাড়া তেল ব্যবহার করলে, ৭০জন শয়তান তার সাথে অংশগ্রহন করে। (আমলুল ইয়াওমে ওয়াল লাইল লি ইবনে সানি, ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৩) ❁ তেল ঢালার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে বাম হাতের তালুতে সামান্য তেল নিয়ে প্রথমে ডান চোখের ভ্রুতে তারপর বাম চোখের ভ্রুতে লাগাবেন, তারপর ডান চোখের পলকে অতপর বাম চোখের পলকে লাগাবেন, পরিশেষে মাথায় ঢালবেন এবং দাঁড়িতে লাগানোর সময় নিচের ঠোঁট এবং থুতনির মধ্যবর্তী স্থানের দাঁড়ি থেকে শুরু করবেন। ❁ মাথায় সরিষার তেল ব্যবহারকারী ব্যক্তি টুপি অথবা পাগড়ী উত্তোলনের সময় মাঝে মধ্যে দূর্গন্ধ বাতাস বের হয়, তাই সম্ভব হলে উন্নতমানের সুগন্ধময় তেল ব্যবহার করুন। সুগন্ধময় তেল তৈরীর সহজ পন্থা হচ্ছে; নারিকেল তেলের শিশিতে নিজের পছন্দনীয় আতরের কয়েক ফোটা মিশিয়ে ঝাঁকিয়ে নিন, সুগন্ধি তেল প্রস্তুত। ❁ জুমার নামাযের জন্য তেল এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৭৪) ❁ মৃত ব্যক্তির দাঁড়ি, মাথার চুল আচঁড়ানো নাজায়েয এবং গুনাহ। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা) লোকেরা মৃত ব্যক্তির দাঁড়ি মুন্ডিয়ে ফেলে, এটাও নাজায়েয এবং গুনাহ। গুনাহ মৃত ব্যক্তির হবে না বরং যে এ কাজ করে এবং যে এ কাজের আদেশ দেয় তাদের হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

দেতে হে ফায়যে আ'ম, আউলিয়ায়ে কিরাম　　লুটনে সব চলেঁ, কাফেলে মে চলো
আউলিয়া কা করম, তুম পে হো লা-জারাম　　খোব জলওয়ে মিলেঁ, কাফেলে চলো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭১-৬৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net